Tree Plantation Paragraph for Class 9 & Class 10

Planting trees on purpose to increase the amount of forest cover on bare ground is known as a tree plantation. Deforestation is quickly reducing the amount of wooded areas on Earth, so it is critical that we restore these valuable green spaces to maintain ecological stability. Forests can once again flourish with the help of tree planting programs. In addition to providing wood-based incomes, reducing the impact of climate change, and anchoring biodiversity protection, trees absorb carbon emissions. The earth is made alive by trees. Their leaves allow oxygen to enter the atmosphere, allowing people to survive. By absorbing carbon dioxide, trees reduce global warming and clean up pollutants. On land, forest ecosystems support 80% of the world's biodiversity. Trees stabilize the soil and climate by preventing landslides, floods, and droughts. Essential nutrients are provided by fruits, nuts, veggies, etc. Timber satisfies needs for industry and construction. Trees create tranquil shadows, clean the air, and enhance scenery. It makes sense why forests are the earth's lungs. Tragic tree-cutting is encouraged by human avarice despite these environmental benefits. Most of Bangladesh's forest cover has already been removed. Destructive cutting led to erosion, landslides, and other environmental disasters. As climate change intensifies, the nation will turn into an uninhabitable desert if tree density is not restored. Bangladesh must thus begin massive community-led tree planting campaigns on all vacant land. The government ought to offer training and placements at no cost. Campaigns in the media can raise public awareness of the value of tree cover. Pupils are required to make a commitment to plant and guard green spaces surrounding roads, fields, and schools. We owe it to our kids to restore the forests they deserve.

ক্লাস **9** এবং ক্লাস **10** এর জন্য বৃক্ষ রোপণ অনুচ্ছেদ

খালি জমিতে বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গাছ লাগানোকে বৃক্ষরোপণ বলা হয়। বন উজাড় দ্রুত পৃথিবীতে বৃক্ষযুক্ত এলাকার পরিমাণ হ্রাস করছে, তাই পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এই মূল্যবান সবুজ স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করা গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সাহায্যে বনভূমি আবারও সমৃদ্ধ হতে পারে। কাঠ-ভিত্তিক আয় প্রদানের পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করা এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার জন্য গাছ কার্বন নিঃসরণ শোষণ করে। বৃক্ষ দ্বারা পৃথিবী জীবিত হয়. তাদের পাতাগুলি অক্সিজেনকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে দেয়, মানুষকে বাঁচতে দেয়। কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে, গাছ বিশ্ব উষ্ণায়ন কমায় এবং দূষক পরিষ্কার করে। ভূমিতে, বন বাস্তুতন্ত্র বিশ্বের জীববৈচিত্র্যের 80% সমর্থন করে। গাছ ভূমিধস, বন্যা এবং খরা প্রতিরোধ করে মাটি এবং জলবায়ুকে স্থিতিশীল করে। ফল, বাদাম, সবজি ইত্যাদির দ্বারা প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করা হয়। কাঠ শিল্প এবং নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। গাছ শান্ত ছায়া তৈরি করে, বাতাস পরিষ্কার করে এবং দৃশ্যাবলী উন্নত করে। বনভূমি কেন পৃথিবীর ফুসফুস তা বোঝা যায়। এই পরিবেশগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানুষের লোভ দ্বারা দুঃখজনক গাছ কাটাকে উৎসাহিত করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি ইতিমধ্যেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। ধ্বংসাত্মক কাটার ফলে ক্ষয়, ভূমিধস এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্ষের ঘনত্ব পুনরুদ্ধার করা না হলে দেশটি বসবাসের অযোগ্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। বাংলাদেশকে এইভাবে সমস্ত খালি জমিতে সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু করতে হবে। সরকারকে বিনা খরচে প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ প্রদান করা উচিত। মিডিয়াতে প্রচারাভিযান গাছের আচ্ছাদনের মূল্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে পারে। রাস্তা, মাঠ এবং স্কুলের আশেপাশের সবুজ স্থান রোপণ এবং রক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। আমরা আমাদের বাচ্চাদের তাদের প্রাপ্য বন পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণী।